গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

বিষয়: ১০ম জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৭ তম বৈঠকে 'যৌতুক নিরোধ বিল, ২০১৮'(সংসদে উত্থাপিত) সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত

প্রতিবেদন নং ১৪৯

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৭ তম বৈঠকে 'যৌতুক নিরোধ বিল, ২০১৮'(সংসদে উত্থাপিত) সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত

১০ম জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৭ তম বৈঠকে ***'যৌতুক নিরোধ বিল, ২০১৮'(সংসদে উত্থাপিত)*** সম্পর্কে আইন কমিশনের প্রতিনিধিকে আলোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য ***১৯ আগস্ট ২০১৮*** তারিখে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন ***'যৌতুক নিরোধ বিল, ২০১৮'*** নিবিড় ভাবে পর্যালোচনা করে কমিশনের প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আইন কমিশন এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত লিখিত মতামত প্রদান করছে:

যৌতুক আইনের পটভূমি :

নারীর ক্ষমতায়নের পথে যৌতুক প্রথা একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যধি রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে, যা নারীর মর্যাদা রক্ষায় সংবিধান, আন্তর্জাতিক মৌলিক মানবাধিকার ও নীতিমালার পরিপন্থি। যৌতুক এমন একটি ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা যার পরিণতিতে ব্যাপক হারে নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পায়, এমন কি যৌতুকের দাবীতে নারী হত্যার ঘটনাও ঘটে। **The Penal Code,1860 (ACT NO. XLV OF 1860)** - এ 'যৌতুক দাবী' অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিবাহ উদ্ভূত শতাব্দীকাল ব্যাপী প্রচলিত এই পণ তথা যৌতুক প্রথার মুলোৎপাটন করার লক্ষ্যে এ সমস্যা অবসান তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং সমাজে নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো ১৯৮০ সালে বিশেষ আইন হিসেবে প্রণীত হয় **"The Dowry Prohibition Act,1980"**।

সুপারিশ সমূহ:

১. আইনের প্রাধান্যমূলক ধারা সংযুক্তকরণ :

The Penal Code,1860-এ যৌতুক দাবীকে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি **'The Dowry Prohibition Act,1980'**- এ সর্বপ্রথম 'যৌতুক দাবী'কে সংজ্ঞায়িত করে একে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এটি একটি বিশেষ আইন। এর ফলশ্রুতিতে বিশেষ আইনের প্রাধান্য বলবৎ রাখতে 'আইনের প্রাধান্য মূলক **(Non-Obstante Clause)**' একটি ধারা সংযোজন করা অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যথায় অপর কোন প্রচলিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে । বর্তমান ***'যৌতুক নিরোধ বিল, ২০১৮'*** এর সাথেই **The Code of Criminal Procedure, 1898** এর সাংঘর্ষিক অবস্থা বিদ্যমান আছে। বিলের ৭ ধারায় বলা আছে যে, এই আইনের অধীনে সংঘঠিত অপরাধ ***আপোসযোগ্য***। ৮ ধারা অনুযায়ী, এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে **The Code of Criminal Procedure, 1898** এর বিধানাবলী

প্রযোজ্য হবে। **The Code of Criminal Procedure, 1898** এর দ্বিতীয় সিডিউল অনুযায়ী, এইরূপ অপরাধ যার শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং তা ***অ-আপোষযোগ্য*** **(non-compoundable)**।

SCHEDULE II

OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1898

OFFENCES AGAINST OTHER LAWS

Section	Offence	Whether the police may arrest without warrant or not	Whether a warrant or summons shall ordinarily issue in the first instance	Whether bailable or not	Whether compoundable or not	Punishment under the Penal Code	By what court triable
	If punishable with imprisonment for not less than two	May arrest without warrant	Warrant	Not bailable, ...	not compoundable		Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class or second class

প্রস্তাবিত যৌতুক নিরোধ আইন- ২০১৮

অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ইত্যাদি	ধারা:৭। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপোসযোগ্য হইবে।
অপরাধের বিচার, ইত্যাদি	ধারা:৮। এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার ,আপীল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে '**The Code of Criminal Procedure, 1898**' এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

এই ধরণের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তথা বিভ্রান্তি এড়াতেই আইনসমূহের বিশেষ প্রকৃতি বিবেচনায় ***'আইনের প্রাধান্য'*** সূচক ধারা **(non obstante clause)** সংযুক্ত করা প্রয়োজন হয়। এছাড়াও বর্তমানে প্রচলিত নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ৫(পাঁচ)টি আইনে এই বিশেষ ধারাটি অর্ন্তভূক্ত আছে :

- ✓ শিশু আইন, ২০১৩
- ✓ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০
- ✓ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
- ✓ পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
- ✓ এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২

নারী অধিকারকে আইনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের অভিপ্রায় থেকেই এই আইনগুলোতে বিশেষ ধারাটি যুক্ত করা হয়েছে। একই যুক্তিতে ও প্রয়োজনে বর্তমান ***'যৌতুক নিরোধ আইন,২০১৮'*** এ, ***"আইনের প্রাধান্য "*** সূচক নিম্নোক্ত ধারাটি সংযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক :

আইনের প্রাধান্য ৩। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

২. বিচারপ্রার্থী/প্রতিকার প্রার্থীর অস্পষ্টতা :

এই আইনে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে কে প্রতিকার প্রার্থণা করতে তথা মামলা করতে পারবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। পূর্বে প্রণীত **"The Dowry Prohibition Act, 1980"**- এ একই দুর্বলতা ছিল যা ২০১৮ সালের বর্তমান বিলে নিরসন করা একান্ত আবশ্যক।

৩. বিচারিক আদালতের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ:

কোন আদালত ***'যৌতুক দাবী'*** অপরাধের বিচার করবে তা বিলে স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই। পরিপূর্ণ একটি আদর্শ আইনের মূল বৈশিষ্ট্য এর সুস্পষ্টতা। যেন একজন সাধারণ নাগরিকও আইনটি পাঠ করে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৯৮০ সালের আইনটিতে সুস্পষ্টভাবে এই বিধানটি ছিল। **The Dowry Prohibition Act,1980-** এর **section- 7(a)-**এ বলা হয়েছে- **'no court inferior to that of a magistrate of the first class shall try any offence under this Act'**। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি বাদ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট নয়। যৌতুকের শিকার একজন সাধারণ নাগরিক এই আইন পাঠ করে বুঝতেই পারবে না যে, কোন আদালতে তার মামলাটি দায়ের করতে হবে। বিগত ৩৮ (আটত্রিশ) বছর ধরে যৌতুক নিরোধ আইনে বিচারের জন্য আদালত নির্দিষ্ট ছিল, এখন তা তুলে দেবার কোন যুক্তি নেই, এতে করে নতুন বিভ্রান্তি তৈরি করবে।

৪. মামলা দায়েরের সময়সীমা তথা তামাদি:

'যৌতুক দাবী' বিবাহ উদ্ভূত একটি সামাজিক সমস্যা। এটি নিবারণের জন্য ১৯৮০ সালের আইনটিতে তামাদির বিধান রাখা হয়েছিল। **The Dowry Prohibition Act,1980-** এর **section- 7(b)**-এ তে বলা হয়েছে- **'no court shall take cognizance of any such offence except on a complaint made within one year from the date of the offence;'** কিন্তু বর্তমান বিলে বিধানটি বাদ দেয়া হয়েছে। সাধারনত ফৌজদারী প্রকৃতির অপরাধে তামাদির বিধান থাকে না। কিন্তু অপরাধের ধরনের দিক থেকে ***'যৌতুক দাবী'***, খুন বা ডাকাতি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ন আলাদা এবং ***'প্রায়-দেওয়ানি ও প্রায়- ফৌজদারি প্রকৃতির'*** **(quasi-civil and quasi-criminal)**। তামাদির বিধান না থাকলে আইনটির অপব্যবহার বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। বিগত ৩৮ (আটত্রিশ) বছর ধরে এই বিধানটি বলবৎ থাকায় - সমস্যা হয়েছে মর্মে কোন আপত্তি বিচারক-আইনজীবী বা বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে উত্থাপিত হয়নি। ইতোমধ্যে উচ্চ আদালতের রায়ে এই তামাদির বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **Liakot Matubbar Vs. The State (2005, 25 BLD 187)** মামলায় উচ্চ আদালত নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন:

> **In the instant case the petition of complaint was not filed within the stipulated period of one year from the date of occurrence. Under the Dowry Prohibition Act. 1980 it is mandatory to the petition of complaint under one year.**

আপীল বিভাগ **Md. Nurun Nabi Sheikh and others Vs. Mst. Fatema Khatun [1996, 16 BLD (AD) 118]** মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,:

> **When the petition of complaint is filed within one year of the last demand for dowry there is no violation of the provision of Section 7 (b) of the Dowry Prohibition Act.**

সুতরাং **The Dowry Prohibition Act,1980** এ তামাদির বিধান বিদ্যমান থাকা এবং উচ্চ আদালতের একাধিক সিদ্ধান্ত দ্বারা যৌতুক নিরোধ আইনে তামাদি সংক্রান্ত নজীর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় এটি বর্তমান বিল থেকে বাদ দেয়া সমীচীন নয়। বরং, তামাদির তথা মামলা করার সুযোগ উন্মুক্ত না রেখে, ৩(তিন) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৫.'ফলবিহীন' এর স্থলে 'আইনত অকার্যকর' প্রতিস্থাপন

৫ ধারায় বর্ণিত 'ফলবিহীন(**Void**)' স্থলে ***' আইনত অকার্যকর (Void)'*** শব্দগুলো ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হবে। সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সংকলিত ও সম্পাদিত ***'আইন-শব্দকোষ'***-অনুযায়ী **Void** শব্দের অর্থ 'অসিদ্ধ, বাতিল বা আইনত অকার্যকর' ।এছাড়াও উচ্চ আদালতের রায় ও সবধরণের আইন গবেষণাপত্রে **Void** - এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আইনত অকার্যকর বা বাতিল শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়, ***'ফলবিহীন'*** নয়। ইতোপূর্বে অন্য কোন আইনে 'ফলবিহীন(**Void**)' ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও, বর্তমান বিলে শুদ্ধরুপ ***'আইনত অকার্যকর (Void)'*** ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

৬. মিথ্যা মামলা দায়ের

'মিথ্যা মামলাকাররীর' বিরুদ্ধে কে, কোন আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে, সেই অভিযোগ কোন আদালতে বিচার্য্য হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যে আদালত যৌতুকের মামলার বিচার সম্পন্ন করে রায়ে অভিযোগটি মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, সেই

আদালতেরই এইরূপ মামলার বিচারিক এখতিয়ার থাকা প্রয়োজন। এতে করে বিচারপ্রার্থীকে পৃথক আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে না, হয়রানী থেকে নিস্কৃতি মিলবে। বিচারান্তে অভিযোগ মিথ্যা প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতই অভিযোগকারীকে শাস্তি দিতে পারবে - মর্মে বিধান রাখা যেতে পারে। এই ধরণের বিধান ***মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন,২০১২*** এর **১৫** ধারায় রয়েছে :

[illegible]-২০১২

[illegible]

[illegible] ২০, ২০১২]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
	[illegible]

অধিকন্তু, অর্থদন্ডের পরিমান অনধিক ৮.৫০০০০.০০ টাকা যথেস্ট নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়, যা অনধিক ৮.১,০০,০০০.০০ টাকা হওয়া সমীচীন হয়।

<u>৭. আমলের অযোগ্য বা আমলযোগ্য</u>

The Dowry Prohibition Act,1980 এ **section 8** অনুযায়ী এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমলের অযোগ্য **(non-cognizable)** আছে; যা প্রস্তাবিত বিলে আমলযোগ্য করা হয়েছে। এইরূপ বিধানের ফলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অপব্যবহারের মাধ্যমে হয়রানি বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। সুতরাং, বিদ্যমান এই বিধানটি পরিবর্তন না করাই সমীচীন হবে।

(স্বাক্ষরিত) ০৪.০৭.২০১৮
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত) ০৪.০৭.২০১৮
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন